গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
নবায়নযোগ্য জ্বালানি-২ শাখা
www.powerdivision.gov.bd

নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০০০.০৯৬.২২.০০০২.২৫.১০১

তারিখ: ১৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: **জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি**

বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ অনুযায়ী সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ৫.৬% (১,৫৬৩.৭ মেগাওয়াট) সৌর বিদ্যুৎ থেকে উৎপাদিত হচ্ছে, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম [ভারত (২৪%), পাকিস্তান (১৭.১৬%) ও শ্রীলঙ্কা (৩৯.৭%)]। দেশের ৫৬% বিদ্যুৎ আসে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, যার মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ **'জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি'** প্রণয়ন করেছে।

২.০ কর্মসূচির কৌশলগত দিক

- **উদ্যোগ ক (সরকারি অফিস):** সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনের ছাদে (ভাড়া করা স্থাপনা ব্যতিত) সোলার প্যানেল স্থাপন। ইতোমধ্যে এ বিষয়ক একটি ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন চালু হয়েছে, যা বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে (https://powerdivision.gov.bd/)। এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ছাদের আয়তন বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বিবরণ ও প্রাক্কলিত ব্যয় জানা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় নেট মিটারিং পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বিল সমন্বয় করা হবে।
- **উদ্যোগ খ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনা):** স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাসপাতালে ওপেক্স মডেলে বিনিয়োগ, যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো ব্যয় বহন করতে হবে না। ফলশ্রুতিতে, প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে।

৩.০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

- **সরকারি অফিস:** সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে CAPEX মডেলে বাস্তবায়ন করবে।
- **শিক্ষা/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান:** বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থা, এনজিও বা বেসরকারি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে OPEX মডেলে বাস্তবায়ন করবে।
- উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক অফিস/প্রতিষ্ঠান গুচ্ছাকারে (bundling) ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে।
- সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেমগুলো ব্যাটারিবিহীন ও গ্রীডে সংযুক্ত হবে। তবে চাহিদার ভিত্তিতে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনায় ব্যাটারি যুক্ত হতে পারে।
- নেট মিটারিং পদ্ধতিতে সিস্টেমগুলো পরিচালিত হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর গ্রিডে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ এবং গ্রীড থেকে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সমন্বয় করে গ্রাহককে বিল প্রদান করা হবে।
- ছাদের আয়তনভেদে সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেমগুলো ১০ কিলো-ওয়াট থেকে কয়েক মেগাওয়াট হবে।

৪.০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

- ছাদের পরিমাপের ভিত্তিতে ভবনে উৎপাদনযোগ্য সৌরবিদ্যুতের পরিমাণ নির্ধারণ
- সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থার নিকট অনলাইনে নেট মিটারিং এর জন্য আবেদন দাখিল (https://nem.powerdivision.gov.bd/)
- নেট মিটারিং আবেদন অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মন্ত্রণালয়ে/বিভাগে প্রেরণ (CAPEX মডেলের ক্ষেত্রে)

- প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অর্থ বিভাগ থেকে বরাদ্দ গ্রহণ
- অর্থ বরাদ্দের পর দরপত্র আহ্বান
- দরপত্র মূল্যায়ন সমাপ্ত করে কার্যাদেশ প্রদান

এ প্রক্রিয়াটি ৩-৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৫.০ প্রত্যাশিত ফলাফল:

জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচির আওতায় সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য স্থাপনার ছাদে সোলার সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে আগামী ডিসেম্বর ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের জাতীয় গ্রিডে প্রায় ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে শুধু বিদ্যুতের সরবরাহই বাড়বে না, পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। উল্লেখ্য, ২০২৫-২৬ বাজেটে সোলার প্যানেল, ইনভার্টার ও ব্যাটারির কর হ্রাস করে ১% করা হয়েছে। এছাড়াও, সোলার থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০ বছরের আয়কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে বার্ষিক প্রায় ৪,২০০ কোটি টাকা অর্থসাশ্রয় হবে। উৎপাদিত বিদ্যুতের আর্থিক মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ২৫,২০০ কোটি টাকা। এছাড়া, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমবে বছরে প্রায় ১৮ লক্ষ টন। যার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এই উদ্যোগের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ টন হ্রাস পাবে; যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সংহত করবে। এছাড়াও, কার্বন ক্রেডিট বিক্রির মাধ্যমে বছরে প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচির বাস্তবায়নে প্রায় নতুন ১,০০,০০০ কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। এই কর্মসূচি নতুন বাজার সৃষ্টি করবে, দেশের তরুণ ও দক্ষ জনশক্তির জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সামগ্রিকভাবে, এ কর্মসূচি বিদ্যুৎ খাতে গতি আনবে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাবে, পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা দ্রুততম সময়ে অর্জনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কোন তথ্যের জন্য নিম্নে বর্ণিত নাম্বারসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সোলার হেল্প ডেস্ক -০১৫৫০৭৭৭৭৭৭, বিদ্যুৎ বিভাগ - ১৬৯৯৯, বিপিডিবি - ১৬২০০, পবিবো - ১৬৮৯৯, ডিপিডিসি - ১৬১১৬, ডেসকো - ১৬১২০, ওজোপাডিকো - ১৬১১৭, এবং নেসকো - ১৬৬০৩।

৬.০ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় রুফটপ সোলার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সোলার সিস্টেম স্থাপনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সিস্টেম স্থাপনে কারিগরি ও আর্থিক বিষয়গুলো সমাধান করবে। উদ্যোগ **'ক'** এবং **'খ'** সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সকল ইউটিলিটি থেকে একজন করে ফোকাল পয়েন্ট থাকবেন, যিনি এসকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

৭.০ এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৩-০৭-২০২৫
তাহমিলুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব
re-2@pd.gov.bd

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)।
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৫। চেয়ারম্যান/রেক্টর/মহাপরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি), বিদ্যুৎ বিভাগ।
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৭। কর্মকর্তা (সকল), বিদ্যুৎ বিভাগ।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য প্রযুক্তি শাখা, বিদ্যুৎ বিভাগ(পরিপত্রটি বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।

অনুলিপি
১। একান্ত সচিব, উপদেষ্টার দপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ।
২। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ।

০৩-০৭-২০২৫
তাহমিলুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব